সংবাদ

01 AUG 2007
তারিখ ... 01 AUG 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন

তিন সদস্য পদ ছাড়তে রাজি নন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সরকারের নির্দেশে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময়ে নিয়োগ পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সদস্য অধ্যাপক ফাইসুল ইসলাম ফারুকী গতকাল মঙ্গলবার পদত্যাগ করেছেন। তবে বাকি ৩ সদস্য পদত্যাগে রাজি হননি। ওই ৩ সদস্য পদত্যাগের বিষয়টিকে ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত

নন : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৬

নন : ছাড়তে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করেছেন। তারা সরকারকে পদত্যাগের বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন সূত্র জানায়, সোমবার শিক্ষা সচিব মো. মোমতাজুল ইসলাম ইউজিসি'র ৪ সদস্যকে টেলিফোনে পদত্যাগের অনুরোধ জানান। ৪ সদস্য হলেন- অধ্যাপক ড. মো. মাহবুব উল্লাহ, অধ্যাপক ফাইসুল ইসলাম ফারুকী, অধ্যাপক তারেক শামসুর রেহমান ও অধ্যাপক মোহাম্মদ সুলতান হোসেন। এর মধ্যে অধ্যাপক ফাইসুল ইসলাম ফারুকী গতকাল ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেছেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, আমি আমার ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে পদত্যাগ করেছি। তিনি আজ বুধবার তার আগের কর্মস্থল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবেন বলে জানান। কিন্তু অন্য ৩ সদস্য অধ্যাপক ড. মো. মাহবুব উল্লাহ, অধ্যাপক তারেক শামসুর রেহমান ও অধ্যাপক মোহাম্মদ সুলতান হোসেন তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ না থাকায় পদত্যাগে রাজি হননি।

সূত্র জানায়, এক সদস্য পদত্যাগ করলেও বাকি ৩ জন এখনও পদত্যাগ করেননি। ওই ৩ জনের পক্ষে অধ্যাপক ড. মো. মাহবুব উল্লাহ পদত্যাগের বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানান। অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ সাংবাদিকদের বলেন, আমাদের কেন পদত্যাগ করতে বলা হয়েছে। আমরা তো কোন অনিয়ম, দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত নই। তিনি বলেন, আমরা যদি কোন অন্যায় করে থাকি এবং যদি তা প্রমাণিত হয় তবে সরকারের সিদ্ধান্ত মাথা পেতে নেব।

কেন তাদের পদত্যাগ করতে বলা হয়েছে এ বিষয়টি জানতে চাওয়া হলে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, আমরা ষড়যন্ত্রের শিকার। ইউজিসি'র চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলামকে ইঙ্গিত করে অধ্যাপক ড. মো. মাহবুব উল্লাহ বলেন, সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় হয়ত আমাদের সঙ্গে কমফোর্ট ফিল করছেন না। তিনিই হয়ত-বা সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য।

অধ্যাপক ড. মো. মাহবুব উল্লাহ আরও বলেন, আমাদের বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে, তা দুর্নীতি দমন কমিশনকে খতিয়ে দেখার অনুরোধ করতে পারে সরকার। তিনি জোর গলায় বলেন, অন্য সদস্যদের ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারব না। তবে আমার বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ প্রমাণ করতে পারলে আমি শুধু ইউজিসি থেকে নয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পদ থেকেও পদত্যাগ করতে প্রস্তুত আছি।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, বর্তমান সময়ের চাহিদা অনুযায়ী ইউজিসি যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। এ প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিনের দুর্বলতা রয়েছে। এ দুর্বলতা কাটিয়ে তুলে প্রতিষ্ঠানকে আরও গতিশীল ও প্রগতিশীল করে চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য নতুন চিন্তা-চেতনার লোক দরকার। তাই সরকার এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ইউজিসি'র সংশ্লিষ্ট বিভাগে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ইউজিসিতে চার বছরের জন্য সদস্যদের নিয়োগ করা হয়। কিন্তু ওই ৪ জনের এখনও মেয়াদ পূর্ণ হয়নি। এ ব্যাপারে ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, মেয়াদ পূর্ণ না হলেও সরকার ইচ্ছা করলে যে কাউকে পদত্যাগের নির্দেশ দিতে পারেন। অতীতেও এভাবে পদত্যাগ করতে বলা হয়েছে এবং সদস্যরা পদত্যাগও করেছেন।